সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৮
WEEKLY BOOKLET-288

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট যাকাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

(পর্ব: ১)

- যাকাত কখন ফরয হয়েছে?
- ব্যবসায়ের অংশীদারীর যাকাতের হুকুম
- যাকাত কি নগদ মুদ্রা দ্বারাই আদায় করতে হয়?
- বোন ভাইদের পরস্পর যাকাত দেয়া কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর বাণীসমূহের লিখিত পুষ্পমালা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট কৃত প্রশ্নাবলীর উত্তর সম্বলিত।

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট যাকাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর (পর্ব: ১)

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট যাকাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** এই পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ওয়াজিব ও নফল সদকা আদায় করার তৌফিক দান করো এবং তার সম্পদ ও বয়সে বরকত দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দুরূদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরয হজ্জ করো, নিশ্চয় এর প্রতিদান বিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহনের চেয়েও বেশি আর আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা এর সমান। **(মুসনাদে ফিরদাউস, ১/৩৩৯, হাদীস: ২৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যাকাত না দেয়ায় ক্ষতি কি?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জল ও স্থল, নদীতে, ভূমিতে, সমুদ্রে যে সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই নষ্ট হয়েছে। (মজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/২০০, হাদীস: ৪৩৩৫) অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: যাকাতের সম্পদ যেটার মধ্যে মিশ্রিত হবে তথা মিক্স হবে, তা নষ্ট ও ধ্বংস করে দিবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৪৩, হাদীস: ৩৫২২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/৭৩)

প্রশ্ন: যাকাত কখন ফরয হয়ে থাকে?

উত্তর: যদি কারো নিকট জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন; থাকার জন্য বাসস্থান, যাতায়তের জন্য বাহন, কারিগড়ের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থেকে অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ মালে নামি তথা বর্ধনশীল সম্পদ এসে যায় (এবং অন্যান্য শর্তাবলীও পাওয়া যায়) তবে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যায়। এছাড়া যাকাত তিনটি জিনিসের উপর ফরয হয়: প্রথমটি হলো মালে আসলী তথা মৌলিক সম্পদ অর্থাৎ সোনা, রূপা এবং নগদ মুদ্রা। যদি তা মৌলিক প্রয়োজনিয়তার বেশি হয় তবে এর উপর যাকাত ফরয হবে। দ্বিতীয়টি হলো ব্যবসার মাল এবং তৃতীয়টি হলো গবাদি পশু, যাকে ফিকাহের পরিভাষায় "সায়িমা" বলা হয়।

www.dawateislami.net

(বাদাইউস সানাই, ২/৭৫। ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৭৪) যদিও প্রত্যেকেই পশু সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নন, তবুও ফিকাহ শাস্ত্রে এর জন্যও পূর্ণ একটি অধ্যায় রয়েছে। ব্যবসায়ীবৃন্দ বা ঐ সকল মহিলা, যাদের নিকট সোনা রূপার অলঙ্কার রয়েছে এবং এর সমষ্টি নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় তবে যাকাত ফরয হবে। যদি কারো নিকট শুধু স্বর্ণ রয়েছে, তবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের উপর যাকাত ফরয হবে আর যদি কিছু সোনা আছে আর কিছু রূপা আছে এবং কিছু মুদ্রাও রয়েছে যদিও তা এক টাকাও হোক না কেন তবে এই সবকিছু মিলিয়ে মূল্য নির্ধারন করার পর যদি এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় আর তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তবে যাকাত ফরয হয়ে যাবে। যাকাতের পরিমাণ সম্পূর্ণ মালের আড়াই শতাংশ অর্থাৎ একশত টাকায় আড়াই টাকা যাকাত আসবে।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২০৯)

---

১ ... সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ১০টি শর্ত রয়েছে: (১) মুসলমান হওয়া (২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৩) বিবেকবান হওয়া (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া, যদি নিসাবের কম হয় তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না (৬) সম্পূর্ণরূপে এর মালিক হওয়া অর্থাৎ এর উপর নিয়ন্ত্রনও থাকা (৭) নিসাব ঋনমুক্ত হওয়া (৮) নিসাব মৌলিক

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: বছর পূর্ণ হলেই যাকাত ফরয হয়ে থাকে, কিন্তু বিত্তশালী সম্প্রদায় বরং বাহ্যিকভাবে ধার্মিক লোকেরাও এটা জানে না যে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর পূর্ণ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বিশেষতঃ বিত্তশালী সম্প্রদায় এটা মনে করে যে, রমযানুল মুবারকে যাকাত দিতে হয়, অতএব এব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তর: প্রসিদ্ধ এটাই আর লোকেরাও এটাই মনে করে যে, যাকাত রমযানুল মুবারকেই দেয়া উচিৎ, অথচ এমনটি নয়। মনে রাখবেন! যখনই কেউ নিসাবের মলিক হয়ে যাবে এবং যাকাতের শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে সেই তারিখ রমযানুল মুবারকের হোক কিংবা মুহাররামুল হারাম শরীফের হোক অথবা যেকোন মাস হোক বছর পূর্ণ হতেই যাকাত ফরয হয়ে যাবে, যেমন; কোন লোক মুহাররামুল হারাম শরীফের দুই তারিখ দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে নিসাবের মালিক হলো তবে এবার যখনই পরবর্তী বছর মুহাররামুল হারাম শরীফের দুই তারিখ দুপুর ১২টা ১২ মিনিট হবে তখন তার

প্রয়োজনিয়তা থেকে আলাদা হওয়া (৯) মালে নামি হওয়া অর্থাৎ বর্ধনশীল মাল প্রকৃত অর্থে হোক কিংবা হুকমী তথা রুপকভাবে হোক (১০) বছর অতিবাহিত হওয়া, বছর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চন্দ্র বছর অর্থাৎ চাঁদের মাসের বারো মাস। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৭৫, ৫ম অংশ)

www.dawateislami.net

উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে, আর চলতি বছরে যদি নিসাব একেবারে শেষ হয়ে না যায়, যদিও এতে কম বেশি হোক, সুতরাং এবার যদি এই লোক রমযানুল মুবারকের অপেক্ষা করে যে, রমযানুল মুবারকে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাই রমযানুল মুবারকে যাকাত দিবো, তবে গুনাহগার হবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৭০) যাকাতের সময় পূর্ণ হতেই যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে হকদারকে সাথেসাথেই যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যারা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাকাত দেয় এবং নিজের কাছে ভীড় লাগিয়ে দশ দশ টাকা করে বন্টন করে, হয়তো এভাবে বন্টন করে সে আনন্দ লাভ করে থাকে, কিন্তু তার যাকাত আদায় করার এই পদ্ধতিই যে ঠিক তা কিন্তু নয়। যদি কেউ রমযানুল মুবারকে এই কারণে যাকাত দিতে চায় যে, সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে, তবে তারা রমযানুল মুবারকে এডভান্স যাকাত দিতে পারবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৭৬) যেমন; যে ব্যক্তি মুহাররামুল হারাম শরীফের দুই তারিখ দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে নিসাবের মালিক হলো তবে সে (বছর পূর্ণ হওয়ার) তিন মাস পূর্বে রমযানুল মুবারকে এডভান্স যাকাত আদায় করে দিবে।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২৭)

১... যাকাত বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আদায় করা যাবে, বছর পূর্ণ হলে এই মালের যাকাত পুনরায় আদায় করা ফরয হবে না। তবে হ্যাঁ, মাল যদি কম

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মানুষের একটি বিরাট অংশ এমন যে, যাদের বড় বড় ব্যবসা রয়েছে কিন্তু তারা এই বিষয়টি জানে না যে, তারা কখন নিসাবের মালিক হয়েছে? তবে কি তারা এই মানসিকতা বানাতে পারবে যে, প্রতি বছর ১লা রমযানুল মুবারকে নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে দিবে?

উত্তর: জি না! যদি সে রমযানুল মুবারকের পূর্বে যেমন; শাওয়ালুল মুকাররম বা যিলকাদাতুল হারামে নিসাবের মালিক হয়ে যায় তবে এখন যদি সে দশ এগারো মাস পর রমযানুল মুবারকে যাকাত আদায় করে তবে গুনাহগার হতে থাকবে। তাদের প্রবল ধারনা করে নেয়া উচিৎ যে, তাদের উপর কোনদিন যাকাত ফরয হয়েছিলো অতঃপর তাদের বদ্ধমূল ধারনা হয়ে গেলো যে, তাদের উপর এই দিনে যাকাত ফরয হয়েছিলো তবে তারা সেইদিনের হিসেবে যাকাত আদায় করবে। মনে রাখবেন! যার উপর যাকাত ফরয তার যাকাতের প্রয়োজনিয় আহকাম জানাও ফরয। আজকাল দুনিয়াবী শিক্ষা তো অনেক শিখানো হয়, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি বরং আমেরিকা ও জার্মানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বেশি হয়ে যায় তবে এর হিসেব করে যত বেশি হবে তা বছর পূর্ণ হলে সাথেসাথেই আদায় করে দিবে আর যদি মাল কম হয়ে যায় তবে যত বেশি আদায় করা হয়েছে তা পরবর্তি বছরের যাকাতে হিসেব করতে পারবে।

(ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, কিতাবয যাকাত, ১৫০-১৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

থেকেও ডিগ্রি অর্জন করে থাকে, কিন্তু শিখে না তো নামায শিখে না, অযু শিখে না আর ঐ প্রয়োজনিয় মাসআলা শিখে না যে, যা শিখা ফরয হয়ে থাকে এবং না শিখার কারণে বান্দা গুনাহগার হয়ে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২৮)

প্রশ্ন: যাকাতের জন্য কি নগদ টাকাই দেয়া জরুরী?

উত্তর: যাকাতের জন্য নগদ টাকাই দেয়া জরুরী নয় বরং যেকোন জিনিস বাজার দর হিসেবে যাকাতে দেয়া যাবে। যেমন; আমার উপর যাকাত ফরয হয়ে গেলো, যার পরিমাণ দশ হাজার (১০,০০০) টাকা এবং আমার নিকট স্যুট পিচ আছে যা বাজার দর হিসেবে আড়াই হাজার (২,৫০০) টাকার, যদি আমি সেই স্যুট পিট যাকাত হিসেবে কোন শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিই তবে আমার মোট যাকাত থেকে আড়াই হাজার (২,৫০০) টাকা আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি সোফা সেট সাথে পাত্রও থাকে তবে এর মাধ্যমেও যাকাত আদায় করা যাবে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য আছে বা শরবতের জন্য সুন্দর বোতল রাখা আছে তবে বাজার দর হিসেবে এর মাধ্যমেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং কোন শরয়ী ফকির এই জিনিস যাকাত হিসেবে নিতে অস্বীকারও করবে না বরং আনন্দচিত্তে নিয়ে নিবে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! যাকাত সর্বাবস্থায় দিতে হবে, অতএব এটা মাথা থেকে বের করে দিন যে, যাকাতে শুধুমাত্র টাকাই দিতে হবে, অথচ আপনারা চাইলে তবে যাকাতে কলম ও প্যাডও দিতে পারবেন, দোকানের মালও দিতে পারবেন। অবশ্য যাকিছুই যাকাতে দিবেন তার দাম বাজার দর হিসেবেই লাগাবেন, তাছাড়া তা যেনো **মালে মুতাকাভভিম** হয়।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২২৪)

প্রশ্ন: ১০০০ টাকায় কত টাকা যাকাত আসবে?

উত্তর: ২৫ টাকা যাকাত আসবে। যদি বর্তমানে কারো নিকট ১০০০ টাকা মৌলিক প্রয়োজনিয়তার অতিরিক্ত থাকলে তবে এর উপর যাকাত আসে না, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য আরো টাকা (অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ) থাকতে হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৪/১১৫)

প্রশ্ন: টাকা দেয়ার সময় যাকাতের নিয়্যত ছিলো না, পরবর্তিতে মনে পড়েছে, এখন কি করবে?

উত্তর: যাকাত আদায়ের জন্য নিয়্যত করা ফরয, কিন্তু যদি কেউ নিয়্যত ব্যতীত যাকাতের টাকা দিয়ে দেয় তবে

১ ... **মালে মুতাকাভভিম:** ঐ সমস্ত মাল, যা জমা করা যায় এবং শরয়ীভাবে এর তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ হয়। (দুররে মুখতার, ৭/৮)

www.dawateislami.net

শরীয়ত এতে এই সুযোগ রেখেছে যে, যতক্ষণ সেই টাকা যাকাত গ্রহনকারী খরচ করে দিবে না, ততক্ষণ এই যাকাত প্রদানকারী যাকাতের নিয়্যত করতে পারবে, তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি সেই টাকা যাকাত গ্রহনকারী ব্যবহার করে নেয়, তবে এখন আর নিয়্যত করা যাবে না। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/২২২) যেমন; কোন যাকাতের হকদারকে ১০০ টাকা দিলো কিন্তু যাকাতের নিয়্যত করলো না তবে যতক্ষণ এই ১০০ টাকা তার নিকট হুবহু বিদ্যমান থাকবে এবং সে কোন জিনিস সেই টাকা দ্বারা কিনলো না, তবে এখন যাকাতের নিয়্যত করতে পারবে আর যদি টাকা খরচ করে দেয় তবে নিয়্যত করা যাবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৪/৬৯)

প্রশ্ন: যাকাত কি এডভান্স তথা অগ্রীম দেয়া যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) যার উপর যাকাত ফরয হয়ে গেছে, সে এডভান্স তথা অগ্রীম যাকাত দিতে পারবে। এতে এটা আবশ্যক হবে যে, যখনই যাকাতের বছর পূর্ণ হবে, ঐ সময় পর্যন্ত যদি আদায়কৃত যাকাতের চেয়ে বেশি পরিমাণ যাকাত আসে অর্থাৎ এডভান্সে যাকাত আদায় করার পর সম্পদ কিছুটা বৃদ্ধ পেলো, তবে এর হিসেব করে অবশিষ্ট

www.dawateislami.net

মালের যাকাতও আদায় করে দিবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৭৬। বাহারে শরীয়ত, ৫ম অংশ, ১/৮৯১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/১২৬)

প্রশ্ন: ব্যবহারের অলংকারের কি যাকাত দেয়া আবশ্যক?

উত্তর: সোনা রূপা চাই ব্যবহার হোক কিংবা না হোক, শর্তাবলী পাওয়া গেলেনই এর উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ৫ম অংশ, ১/৮৮২) মহিলারা যেই স্বর্ণের অলংকার পরিধান করে, সেগুলোরও যাকাত দিতে হবে, যদি শর্তাবলী পাওয়া যায়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১২৯। ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, কিতাবুয যাকাত, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/১৫)

প্রশ্ন: যার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেলো, সে কি যাকাত দিবে নাকি হজ্জ করবে?

উত্তর: যদি যাকাত দেয়ার মতো তার নিকট সম্পদ থাকে এবং যাকাত দেয়ার তারিখ এসে গেলো তবে যাকাত ফরয হয়ে গেলো। স্বভাবতই এখন তাকে তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং হজ্জ ফরয হলে হজ্জও করতে হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৬২)

প্রশ্ন: আমার নিকট পাঁচ তোলা সোনা এবং দশ তোলা রূপা রয়েছে, তবে কি আমাকে যাকাত দিতে হবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ পাঁচ তোলা সোনা ও দশ তোলা রূপার দাম একত্রিত করলে তবে তা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের চেয়ে অনেক বেশি হবে, অতএব এর পাশাপাশি যদি অন্যান্য শর্তাবলী অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি পাওয়া যায় তবে যাকাত ফরয হয়ে যাবে। (বাহরুর রায়িক, ২/৩৯৭। ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, কিতাবুয যাকাত, ২১৩ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/২১৪)

প্রশ্নঃ একজন বিধবা মহিলাকে কেউ বাড়ি কেনার জন্য চার লাখ টাকা দিলো, যদি সেই টাকার এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কি এর যাকাত দিতে হবে?

উত্তরঃ চার লাখ টাকা বিধবার মালিকানায় এসে গেছে, অতএব যদি এই টাকা মৌলিক প্রয়োজনিয়তার অতিরিক্ত হয় তবে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে। অনেকের উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে আর তারা এই ভেবে যাকাত দেয়না যে, ঘরে যুবতী মেয়ে আছে, অতএব যখন এই ফরয অর্থাৎ বিবাহ ইত্যাদি দিয়ে দিবো তখন যাকাত দিবো। অথচ যখন যাকাত ফরয হয়ে গেল তবে যুবতী কন্যা ঘরে থাকলেও যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ গাউসে পাকের ফাতিহার জন্য টাকা জমা করলো এবং যাকাত বের করার সময় এসে গেলো তখন এরও যাকাত দিতে হবে (যদি সে

www.dawateislami.net

নিসাবের মালিক হয় এবং যাকাতের অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়া যায়)। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২১৩)

প্রশ্ন: ধনী লোকদের উপর লক্ষ কোটি টাকার যাকাত ফরয হয়ে থাকে, কিন্তু তারা বলে যে, হাতে টাকা নাই, তো যাকাত কিভাবে দিবো? এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর: যাকাত আদায় করার জন্য মুদ্রা (টাকা) থাকা আবশ্যক নয়। কাপড়, পোষাক, কলম, কাগজ, সোফা, খাট এবং ঘরের পর্দা অর্থাৎ এমন সব জিনিস যাকে মালে মুতাকাভভিম বলা হয়, যার বিনিময়ে টাকা আসে আর এই জিনিসে শরয়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা নয় অর্থাৎ তা শরয়ীভাবে বৈধ সম্পদ তবে এরূপ মালও যাকাত হিসেবে দিতে পারবে[১] বরং দিতে হবে, যেমন; খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও যাকাত দেয়া যাবে।

(এই ব্যাপারে নিগরানে শূরা বলেন:) তাদের নিকট সেই সোনা বা রূপা তো আছে, যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে, দোকান বা গুদামে ব্যবসার মাল রয়েছে অথবা ঘরে ঐ সকল মালামাল রয়েছে, যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে। কোটি টাকার ফ্লাট ব্যবসার জন্য কিনে রেখেছে কিন্তু তাদের

১... যেই জিনিস দিয়ে যাকাত আদায় করা হবে, তা মালে মুতাকাভভিম হওয়া আবশ্যক, হোক তা এই মালেরই অনুরূপ , যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে কিংবা ভিন্ন বস্তু। (বাদাউস সানাউ, ২/১৪৬)

www.dawateislami.net

মস্তিষ্কে এই বিষয়টি গেঁথে আছে যে, টাকা ফেঁসে আছে, কোত্থেকে যাকাত দিবে? তাদের এই মানসিকতা কেন হয়না যে, নিজের ঐ সোনা রূপা বা মাল থেকেই ততটুকু অংশ যাকাত আদায় করে দিই।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) মানুষের ভাবা উচিৎ যে, তারা নিজেদের খাওয়া দাওয়া তো ছাড়ছে না, রিফ্রেশমেন্ট করতে হলে তাও করছে, নিজের শারিরিক সুবিধার সকল কাজ করছে কিন্তু যখন **আল্লাহ**র পথে দেয়ার বিষয় আসে তখন বলে টাকা নাই! যাহোক যাকাত দেয়ার জন্য মুদ্রা (টাকা) শর্ত নয়, নিজের নিকট থাকা মাল থেকেও যাকাত দিতে পারবে। যদি স্বর্ণ থাকে তবে এর থেকে যাকাত আদায় করবে, এমন যেনো না হয় যে, কিয়ামতের দিন এটাকেই আগুনে উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/৭২)

---

১ ... যেমনটি কুরআনে মজীদে রয়েছে: ﴿وَ الَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا یُنْفِقُوْنَهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۙ۳۴ یَّوْمَ یُحْمٰى عَلَیْهَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۳۵﴾ (পারা ১০, সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর ঐ সব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে না; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির; যে দিন উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে, অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে তাদের ললাটগুলোতে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশগুলোতে, 'এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো এ পুঞ্জীভূত করার'।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আমাদের এখানে মানুষ রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়াযযম বিশেষ করে রমযানুল মুবারকে যাকাত আদায় করে থাকে, তো এই মাসগুলোতে অনেকে যাকাতের টাকা বের করে নিজের অফিসে বা দোকানে রেখে দেয় আর যখন কেউ চাইতে আসে যাকাতের টাকা থেকে তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়, এভাবে কি যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: যদি তাকে ফকির মনে হয় এবং তাকে যাকাত দিয়ে দেয় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

(এ ব্যাপারে মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত মুফতী সাহেব বলেন:) ভিক্ষুক যদি ফকিরদের সাথে আসে যদ্দ্বারা তার ফকির হওয়া সম্পর্কে বুঝা যায় তবে এমতাবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে আর যদি ভিক্ষুকের ফকির হওয়ার চিহ্ন দৃষ্টিগোচন না হয়, তবে এবার যাকাত প্রদানকারীকে ভাবতে হবে।[১] আজকাল মানুষ হয়তো যাকাতের ব্যাপারে অবহেলা

---

১ ... সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে তাহাররী করলো অর্থাৎ ভাবলো এবং মন এই বিষয়ে দৃঢ় হলো যে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং যাকাত দিয়ে দিল পরবর্তীতে দেখা গেল যাকাতের খাতের অন্তর্ভুক্ত অথবা কোন কিছু জানা না যায় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি না জেনে না ভেবে দিয়ে দেয় অর্থাৎ এই খেয়ালও এলো না যে, তাকে কি দিতে পারবো

www.dawateislami.net

করছে অথবা যাকাত আদায় করার সময় লক্ষ্য রাখেনা এবং প্রায় এমন হয় যে, যারা ভিক্ষা করতে আসে তাদের মধ্যে অনেকে একেবারেই যাকাতের হকদার নয় বরং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমানও নয়, কিন্তু মানুষ যাকাতের টাকা থেকে তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। অনুরূপভাবে কিছু নির্দিষ্ট বাড়িতে সব ধরনের মানুষ আসছে আর তারা লাইন ধরে তাদেরকে যাকাত বন্টন করছে এবং এই বিষয়ে খেয়ালও রাখছে না যে, গ্রহনকারী মুসলমান কিনা? ব্যস তাদের এরূপ অভ্যাস হয়ে গেছে যে, প্রতিবছর এখানে ভীড় লেগে যাবে আর যারা নিতে আসবে, তাদেরকে আমরা টাকা দিবো। যাকাত আদায়ের এই পদ্ধতি একেবারেই ভুল এবং যাকাতের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্টকারী, অতএব যারা হকদার তাদেরকেই যাকাত দেয়া উচিৎ। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৬৪)**

নাকি পারবো না আর পরবর্তিতে জানতে পারলো যে, তাকে দিতে পারবে না, তবে আদায় হবে না আর যদি দেয়ার সময় সন্দেহ ছিলো এবং তাহাররী করলো না কিংবা করলো কিন্তু কোন দিকেই মন স্থির হলোনা অথবা তাহাররী করলো এবং প্রবল ধারনা হলো যে, সে যাকাতের হকদার নয় আর দিয়ে দিলো তবে এই সকল অবস্থায় আদায় হলো না, কিন্তু যদি দিয়ে দেয়ার পর প্রকাশ হয় যে, আসলেই সে যাকাতের হকদার তবে আদায় হয়ে গেলো। **(বাহারে শরীয়ত, ৫ম অংশ, ১/৯৩২)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যাকাত কাকে দেয়া যাবে ? আমি শুনেছি যে, যদি কারো নিকট শুধু এক তোলা সোনা থাকে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না, অথচ আমি এমন বিধবা মহিলা দেখেছি, যাদের মেয়েও আছে আর পনের বিশ হাজার মাসে আয় আসে, তা দিয়ে কোনভাবে দিনাতিপাত করছে।

উত্তর: যাকাত তাকেই দেয়া যাবে, যে শরয়ীভাবে ফকির এবং হাশেমী নয়। (দুররে মুখতার, ৩/২০৩,২০৬) চৌদ্দ পনের হাজার মাসে আসে এবং এক তোলা স্বর্ণ রয়েছে, এই বিষয়গুলো দেখা জরুরী নয়। হয়তো তার নিকট এক তোলা স্বর্ণ তো আছে কিন্তু এর চেয়েও বেশি ঋণ রয়েছে, তবুও সে শরয়ী ফকিরের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৪৩৪)

প্রশ্ন: যে লোক প্রায় ১০ হাজার মাসে আয় করে এবং তার নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ সম্পদও নেই, তবে কি তাকে যাকাত দেয়া যাবে?

উত্তর: যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে এটা দেখা হবে না যে, মানুষ কম উপার্জন করছে না বেশি, তাছাড়া দশ বিশ হাজার আয় করাও যাকাতের শর্তাবলীর অন্তর্ভূক্ত নয়, কেননা অনেক সময় মানুষ ৫০ হাজার উপার্জন করে কিন্তু বড় পরিবার ও

www.dawateislami.net

খরচ বেশি হওয়ার কারণে তার জন্য ৫০ হাজারও যথেষ্ট হয়না। যাহোক তার মাঝে যদি সব শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে যাকাত নিতে পারবে, অন্যথায় নিতে পারবে না।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২৪৫)

প্রশ্ন: আমার বোনের পাঁচজন ছোট ছোট সন্তান রয়েছে এবং তার স্বামী বেকার, তবে কি তাকে আমার যাকাত ফিতরার টাকা দিতে পারবো?

উত্তর: ভাই বোন পরস্পর একজন অপরজনকে যাকাত দিতে পারবে, যদি যাকাতের হকদার হয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১১০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৩৯৪)

প্রশ্ন: আলাভীকে কি যাকাত দিতে পারবে?

১... যাকাত নেয়ার হকদার হলো শরয়ী ফকির, পবিত্র শরীয়তে শরয়ী ফকির হওয়ার একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব যাকাতের হকদার হওয়ার মৌলিক শর্ত হলো যে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মৌলিক প্রয়োজনিয়তার বেশি কমপক্ষে নিসাব পরিমাণের মালিক না হওয়া, নিসাবের পরিমাণ হলো সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য। অতএব যদি কারো নিকট মৌলিক প্রয়োজনিয়তার বেশি কাপড় থাকে বা বেশি পন্য থাকে, যেমন; টিভি আর এগুলোর সম্মিলিত দাম সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তবে এরূপ ব্যক্তি যাকাতের হকদার নয়।

(ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, কিতাবুয যাকাত, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ আলাভীকে যাকাত দেয়া যাবে না, কেননা তারাও হাশেমী।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৪/২৩৫)

প্রশ্নঃ আলাভীরাও কি সৈয়দ? তাছাড়া আলাভী ও সৈয়দের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্ত্রী ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর যেই সন্তান রয়েছে অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মাধ্যমে যেই বংশ পরিক্রমা চলেছে, তাদেরকে সৈয়দ বলা হয়। (ইজমালু তরজুমা আকমালে হামিশ আলা মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১০২) যতদিন বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি ছিলো না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৫৬) যখন বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ওফাত হয় তখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এর মাধ্যমে যেই বংশ পরিক্রমা চলে

১... বনু হাশিম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঁচটি বংশ, আলীর বংশধর, আব্বাসের বংশধর, জাফরের বংশধর, আকীলের বংশধর, হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। এছাড়াও যারা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সমর্থন করেনি, যেমন; আবু লাহাব, যদিও সে কাফেরও হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান ছিলো কিন্তু তার সন্তানরা বনু হাশিমে অন্তর্ভূক্ত হবে না। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৮৯)

www.dawateislami.net

তাকে আলাভী বলা হয়, এরা শুধু হাশেমী, সৈয়দ নয়। সৈয়দ ও আলাভী উভয়েই হাশেমী এবং এই দুই বংশ যাকাত নিতে পারবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ৫ম অংশ, ১/৯৩১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/২০৭)

প্রশ্ন: সৈয়দরা কি তাদের গরীব বোনকে যাকাত দিতে পারবে?

উত্তর: যাকাত প্রদানকারী সৈয়দ হোক বা না হোক উভয়ে সৈয়দকে যাকাত দিতে পারবে না, আর না সৈয়দ যাকাত নিতে পারবে। (বাহারে শরীয়ত, ৫ম অংশ, ১/৯৩১) যদি সৈয়দ নিজে নিসাবের মালিক হয় তবে যাকাতের অবশিষ্ট শর্তাবলীও পাওয়া গেলে সৈয়দ সাহেবকে যাকাত দিতে হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪০৮)

প্রশ্ন: যাকাত দেয়ার সময় জানা ছিলো না যে, তিনি সৈয়দজাদা এবং তাকে যাকাত দিয়ে দিলো, পরবর্তিতে এই বিষয়টি জানার পর কি করবে?

উত্তর: যাকাত দেয়ার সময় জানা ছিলো না যে, তিনি সৈয়দ সাহেব এবং তাকে হকদার মনে করে যাকাত দিয়ে দিলো তবে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৫৩) বর্তমানে মানুষ চিন্তাভাবনা করার কষ্ট পছন্দ করে না যে,

www.dawateislami.net

প্রথমে ভালভাবে দেখে নিবে, এই ব্যক্তি কি আসলেই যাকাতের হকদার না হকদার নয়, ব্যস কোন পঙ্গু,অন্ধ কিংবা এধরনের ছন্নছাড়া কাউকে দেখলো তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে দিলো বরং অনেকে তো জিজ্ঞাসাও করে থাকে যাকাত নিবে? হোক সে সচ্ছল।

যাহোক যখন যাকাত দিচ্ছে, তখন জেনে নেয়া উচিৎ, কিন্তু যাকে যাকাত দিচ্ছে যদি সে হকদার হয় তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয় যে, যাকাত নিবে? না তাকে বলা উচিৎ যে, এগুলো যাকাত, কেননা এতে আত্মসম্মানে আঘাত হয়ে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২০৮)

প্রশ্ন: কিছু লোক গরীব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত, সদকা বা মাংস ইত্যাদি নিতে অস্বীকার করে থাকে, তাদের এগুলো কিভাবে দেয়া যায়?

উত্তর: নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা যাকাত নিতে ইতস্ততঃ বোধ করে থাকে, অতএব যাকাত বলে দেয়া উচিৎ নয়, এটাও বলবে না যে, এটা যাকাত নয় বরং গিফট বলে দিবে বা মুখে কিছুই বলবে না। যদি কেউ হকদার হয় তবে তাকে সদকা বা হকদার বলে দেয়া জরুরীও নয়। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৭১) মনে মনে যাকাতের নিয়্যত করাই যথেষ্ট বরং যদি

www.dawateislami.net

কাউকে যাকাত দেয়ার সময় নিয়্যত ছিলো না, তবে যতক্ষণ সেই জিনিস যাকাত গ্রহনকারীন নিকট থাকবে, যেমন; টাকা দিয়েছিলো এবং সে তা এখনো খরচ করেনি বা খাবারের জিনিস ছিলো আর সে এখনো তা খায়নি তবে এখনো যাকাতের নিয়্যত করতে পারবে।

(দুররে মুখতার, ৩/২২২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৩৪)

প্রশ্ন: এমন দরিদ্র মানুষ, যার ঘরে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জিনিসও রয়েছে, সেও কি যাকাত নিতে পারবে?

উত্তর: যাকাত গ্রহনকারীর অনেক চিন্তাভাবনা করে যাকাত নেয়া উচিৎ, কেননা এমন হয় যে, তাদের নিকট জীবন ধারনের মৌলিক প্রয়োজনিয়তার চেয়েও বেশি জিনিস থাকে। যেমন; প্রয়োজনের বেশি পাত্র, প্রয়োজনের বেশি ফার্নিচার এবং অতিরিক্ত অনেক পোষাক থাকে। অবশ্য যদি তা প্রয়োজনের হয় তবে ঠিক আছে, যেমন; শীত ও গরনের আলাদা আলাদা পোষাক, এগুলো প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত। **(রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৪৭)** কিন্তু অনেক জিনিস বেশিও হয়ে থাকে। অনেকে ঘরে লাখ টাকার শোপিস (Showpiece) রয়েছে তবে এসবই দেখে নিন যে, যদি কারো নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতো বেশি জিনিস থাকে, যার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তবে এরূপ লোক যাকাত নিতে পারবে না। **(রদ্দুল মুহতার,**

www.dawateislami.net

৩/৩৪৬) এরপরও লোকেরা চিন্তাভাবনা না করেই অকপটে যাকাত নিয়ে নিচ্ছে।

(এ ব্যাপারে নিগরানে শূরা বলেন:) আমাদের এখানে একটি নিয়ম হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক অসচ্ছল লোককেই গরীব বলে দেয়া হয়, অর্থাৎ মূলত সেই ব্যক্তি গরীব নয়, ঘরে প্রয়োজনের সকল জিনিস রয়েছে কিন্তু শুধু হাতে টাকা নেই, কারো ব্যবসা মন্দ তাই ব্যয়ভার পূরণ না হওয়ার কারণে সে যাকাত নিতে চলে যায়। দেখা গেছে যে, কিছু সম্প্রদায় যখন তাদের কমিউনিটির (Community) হকদার লোকদের মাঝে যাকাত বন্টন করে থাকে, তখন যাচাই বাচাইয়ে মানসম্মত কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে এমন লোকদেরকেও যাকাত বন্টন করে দেয়া হয়, যে যাকাতের হকদার নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/৭১)

প্রশ্ন: কেউ যাকাত দিলো আর এরূপ বললো যে, এটা শুধু চিকিৎসার জন্য, তবে কি যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: যদি তাকে সেই মালের মালিক বানিয়ে দেয় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে, এই শর্ত লাগানো যে, এটা চিকিৎসার জন্য, তবে এই শর্ত বাতিল। চিকিৎসা করা বা না করা সেটা তার ইচ্ছা, এর দ্বারা যাকাতে কোন প্রভাব পরবে না। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

যাকাত হলো সদকা আর সদকা বাতিল শর্তে বাতিল হয়না, যেমনটি চিকিৎসার জন্য বলা যে, এই টাকা চিকিৎসার জন্য বরং সেই শর্তই বাতিল হয়ে যায়, যেমন; যাকাত দিলো আর এই শর্ত দিলো যে, এখানে থাকলে তবেই দিবো অন্যথায় দিবো না, এই শর্তে দিবো যে, তুমি এই টাকা অমুক কাজে খরচ করবে, এটা দ্বারা মসজিদ বানিয়ে দিবে বা মৃতের কাফনে খরচ করবে, তবে অকাট্যভাবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং এই শর্তগুলো সবই বাতিল বলে গন্য হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৭) অনুরূপভাবে কেউ যাকাত দিয়ে বলে যে, এই যাকাত দ্বারা অমুক কাজ করবে এবং সে যাকাত গ্রহন করে নিলো, এই শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, তবে এখন তার ইচ্ছা যে, সেই কাজ করবে কি করবে না। এমনিই হেবায় (উপহার) হয়ে থাকে, যেমনটি কেউ কাপড় দিলো আর বললো যে, নিজেই পড়বে, এই শর্ত বাতিল, অতএব তার ইচ্ছা যে, সে পড়বে কি পড়বে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৭/৫৫)

প্রশ্ন: অনেক সম্প্রদায়ে যাকাত ফান্ডের সিস্টেম প্রচলিত থাকে, যার কারণে সম্প্রদায়ের মানুষকে জোড় দেয়া হয় যে, তারা যেনো নিজেদের যাকাতের টাকা এই ফান্ডে জমা করায়, অতএব তাদের বাধ্য হয়ে সম্প্রদায়ের ফান্ডে

www.dawateislami.net

যাকাত জমা করাতে হয়। এই টাকার ব্যবহার কিছুটা এভাবে হয়ে থাকে যে, সম্প্রদায়ে কোন মানুষের মৃত্যু হলে যদিও সে ধনী হোক না কেন, তার জানাযা ইত্যাদির ব্যবস্থায় যেই টাকা লাগবে তা এই যাকাত ফান্ড থেকে দেয়া হয়, অথচ সে এর হকদার নয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন হলো যে, বর্ণনাকৃত অবস্থায় এই ফান্ডের জন্য যাকাত জমা করানো অতঃপর যাকেতের টাকা এভাবে ব্যবহার করা সঠিক কি না?

উত্তরঃ যেকোন প্রতিষ্ঠান হোক, তাদের জন্য পরামর্শ হলো যে, তারা যেনো ওলামায়ে কিরামের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। এটাই সত্য যে, সম্প্রদায়ের সিস্টেম, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালে যেই যাকাত নেয়া হয়, তার অপব্যবহার (Misuse) হয়ে থাকে। আমরা একবার সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীলদের জড়ো করে তাদের বৈঠক রেখেছিলাম। আমি তাদের সামনে যাকাতের ব্যাপারে এই বয়ান করেছি যে, সম্প্রদায়ের ফান্ড ইত্যাদিতে জমা হওয়া যাকাতের টাকা সবার উপর কোন পার্থক্য ছাড়াই ব্যবহার করা ঠিক নয়, কিন্তু এর কোন খেয়াল রাখা হয় না। অনুরূপভাবে যদি কোন রোগী আসে তাকে এই টাকা থেকেই ইঞ্জেকশন ইত্যাদি লাগিয়ে দেয়া হয় বা ডাক্তরের ফিস দেয়া হয়, কিন্তু এই ইঞ্জেকশন বা সেই টাকা তার হাতে দেয়া

www.dawateislami.net

হয়না অর্থাৎ তার মালিকানায় দেয়া হয়না এবং এভাবে সেই যাকাতের টাকা নষ্ট হয়ে যায়, কেননা যাকাত আদায়ের জন্য জরুরী হলো যে, তার টাকাকে কোন যাকাতের হকদারকে মালিক বানিয়ে দেয়া, অন্যথায় যাকাত আদায়ই হবে না। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/২৫৫) অবশ্য! যদি এই সিস্টেম করা হয় যে, ইঞ্জেকশন সেই শরয়ী ফকির রোগীকে দিয়ে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় অতঃপর সে নিজেই বললো যে, এই ইঞ্জেকশন আমাকে লাগিয়ে দিন, তবে তা জায়িয হবে আর এভাবে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। যদি কোন যাকাতের হকদার রোগী হাসপাতালে ইডমিট হয় তবে ব্যবস্থাপনা তার বেড ভাড়া, ঔষধের টাকা এবং ডাক্তারের ফিস ইত্যাদি যাকাত ফান্ড থেকে কেটে নেয় আর এভাবে যাকাতের জন্য জমা করা টাকা নষ্ট হয়ে যায়, অথচ যদি এই লোক টাকা ও ঔষধ সেই শরয়ী ফকির রোগীকে মালিক বানানোর পর তার অনুমতিতে ব্যবহার করে তবে যাকাত আদায় হয়ে যেতো, কিন্তু এমনটি করা হয়না, আর এভাবে যে এই টাকা জমা করিয়েছে তার যাকাত আদায় হয়না, বরং উল্টো গুনাহের ভান্ডার জমা হয়ে যায় এবং সংস্থ্যার সদস্য বেচারারা এটা মনে করে যে, আমরা জাতীর সেবা করছি। এসবই ওলামায়ে কিরাম থেকে নির্দেশনা না নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহনের ফল আর

www.dawateislami.net

তা নিজেকে ঝুঁকিতে (Risk) ফেলার মতো বিষয়। যারা এরূপ কাজ করছে, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে তারা ওলামায়ে কিরামে সাথে যোগাযোগও রাখে না, এই বেচারাগণ এটাও জানে না যে, যাকাত কখন ফরয হয়? কিভাবে আদায় করতে হয়? আর এর ব্যবহার কিভাবে হয়ে থাকে? অতএব তাদের উচিৎ যে, প্রতিটি পদক্ষেপে ওলামায়ে কিরাম থেকে নির্দেশনা নিয়েই কাজ করা এবং এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, এই সম্মানটি শুধুমাত্র ওলামায়ে কিরামেরই। ইসলাম ও শরীয়তের ব্যাপারে নিজের জ্ঞান ব্যবহার করার পরিবর্তে ওলামাকেই এই কাজগুলো সমাধান করতে দিন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৪০)

প্রশ্ন: বলা হয়: টাকা যেন গুনে রাখে অন্যথায় শয়তান তুলে নেয়, এই কথাটি কি সঠিক?

উত্তর: টাকা অবশ্যই গননা করা উচিৎ, যাতে যাকাত ইত্যাদির হিসেব করা সহজ হয়। আর রইলো শয়তান থেকে বাঁচানোর জন্য গননা করা, তো এটা কেউ এমনিতেই প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৫১৪)

বিঃদ্রঃ ১ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম ও ৮ নম্বর পৃষ্ঠার শেষ প্রশ্ন "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" এর পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরই প্রদত্ত।

www.dawateislami.net

সর্বশেষ নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

"নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করো কেননা তা পবিত্রকারী, তোমাকে পবিত্র করে দিবে।"

(মুসনাদে আহমদ, ৪/২৪৪, হাদীস ১২৩৯৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net
Web: www.dawateislami.net